সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৮
WEEKLY BOOKLET: 188

(আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর ৭ম অংশ)

আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এ বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের ১২৯-১৪২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার সকল বংশধরকে হজ্ব, মদীনা শরীফে আদব সহকারে হাজেরী, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়াতে শাহাদাত এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার তাওফিক দান করো।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণ করেছে।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকবে সেখানে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না

‘তাবারানী’তে হযরত সায়্যিদুনা আমাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত: ‘হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ভোরে একবার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে **আল্লাহ পাকের** শপথ দিচ্ছি, তারা যেন এখান থেকে উঠে যায়, যাতে আমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আসমানের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। (অর্থাৎ সে যদি এখানে উপস্থিত থাকে, তাহলে রহমত অবতীর্ণবে না আর আমাদের দোয়া কবুল হবে না)।’ (আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৮৭৯৩)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ৭টি মাদানী ফুল

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘বাহারে শরীয়াত’** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৫৫৯ থেকে ৫৬০ পৃষ্ঠা হতে ৭টি মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিন।

১. কোন্ আত্মীয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করবেন

হাদীস শরীফগুলোতে সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা সম্পর্কে আদেশ পাওয়া যায়। কুরআন শরীফে সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ শর্তহীনভাবে) 'যবিল কুরবা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি জরুরী যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে, তাই সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা হয়ে থাকে। পিতা-মাতার মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। তাদের পরবতীতে 'যু রেহেম মুহরিম'দের মর্যাদা (অর্থাৎ সেসব আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কের কারণে, যাদের সাথে বিয়ে করা সব সময়ের জন্য হারাম)। তাদের পরবর্তীতে বাকি আত্মীয়-স্বজনদের নৈকট্যশীলগণের পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মর্যাদা। **(দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)**

২. আত্মীয়-স্বজনের সাথে আচরণের ধরন

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। তাদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া এবং কোনো ব্যাপারে যদি আপনাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহলে সে কাজে

তাদের সাহায্য করা। তাদের সালাম দেওয়া। তাদের সাক্ষাতে গমন করা। তাদের সাথে উঠা-বসা করা। তাদের সাথে কথাবার্তা বলা। তাদের সাথে দয়া, ভালবাসা ও নম্রতা প্রদর্শন করা। **(দুররে, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)**

৩. প্রবাসী হয়ে থাকলে চিঠি প্রেরণ করবে

সে যদি প্রবাসী হয়ে থাকে, তাহলে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট চিঠি প্রেরণ করবে। তাদের সাথে চিঠি-পত্রের লেনদেন অব্যাহত রাখবে যেন সম্পর্ক হীনতা সৃষ্টি না হয়। সম্ভব হলে দেশে আসবে। আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক তাজা করে নিবে। এভাবে করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। **(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)** (ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগ রক্ষা করাও উপকার দেয়)।

৪. বিদেশে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা আহ্বান করলে আসতে হবে

সে যদি বিদেশে থাকে, আর এদিকে দেশ হতে যদি তার পিতা-মাতা তাকে দেশে আসতে বলেন, তাহলে আসতেই হবে। চিঠি লিখে জবাব দেওয়া যথেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে মাতাপিতার যদি তার সেবা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বিদেশ থেকে চলে এসে তাদের সেবা করবে। পিতার পরবর্তীতে দাদা ও বড় ভাইয়ের স্থান। কারণ, বড় ভাই পিতার স্থানে। বড় বোন, খালা মায়ের স্থানে। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম চাচাকে পিতার মতো বলেছেন, আর হাদীস শরীফ হলো: عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ অর্থাৎ 'মানুষের চাচা পিতার মতোই হয়ে থাকে।' এ থেকেও তাঁদের কথার প্রমাণ মিলে। তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের কাছে চিঠি বা উপহার সামগ্রী পাঠানোই যথেষ্ট। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)**

৫. কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখন কখন সাক্ষাৎ করবেন

বিরতি দিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকবেন। অর্থাৎ একদিন সাক্ষাতে যাবেন, আর পরের দিন যাবেন না। এভাবে যাতায়াত রাখবেন। কেননা, এতে করে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। বরং কাছের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে প্রতি জুমাবারে সাক্ষাত করবেন। কিংবা মাসে একবার করে, আর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বংশের সকলকে, যতদিন

হকের উপর থাকবে। অন্যান্যদের সাথে মোকাবেলায় ও হক প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। (দুররে, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

৬. আত্মীয়-স্বজন কোনো প্রয়োজন দেখালে তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া গুনাহ

আপন কোনো আত্মীয়-স্বজন যখন আপনার কাছে কোনো প্রয়োজন দেখায় তাহলে আপনি তার অভাব পূরণ করে দিবেন। তাকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। (প্রাগুক্ত) (মনে রাখবেন! আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব, আর ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ)

৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থই হলো, সে ভঙ্গ করুক আপনি জুড়বেন

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ করার নাম এটা নয় যে, সে উত্তম আচরণ করলে আপনিও করবেন। এ তো মূলতঃ অদল-বদলই। সে তোমার কাছে কিছু পাঠিয়ে দিল, তুমিও তা তাকে দিয়ে দিলে। সে তোমার কাছে এলো বলে তুমি তার কাছে গেলে। বাস্তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা

করা মানে হলো সে সর্ম্পক ভঙ্গ করুক, আপনি কিন্তু জুড়তে থাকবেন। সে আপনার কাছ হতে সরে যেতে চায়, আপনাকে পাশে রাখতে চায় না, আপনি কিন্তু তার সাথে আত্মীয়তার হকের খেয়াল রাখবেন। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)**

ভাল ধারণা করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত ৭টি মাদানী ফুল খুবই মনোযোগ দেওয়ার মতো। বিশেষ করে সপ্তম মাদানী ফুলটি যাতে অদল-বদলের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটির ব্যাপারে আবেদন যে, আজকাল সাধারণতঃ এই অদল-বদলই হচ্ছে। এক আত্মীয় যদি তাকে বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তখনই সেও তাকে দাওয়াত দেয়। সে না দিলে এও দেয় না। এ যদি ওদের কয়েকজনকে দাওয়াত দেয় পক্ষান্তরে সে যদি তাদের কম সদস্যকে দাওয়াত দেয়, তাহলে ঠিকমত নোটিশ দিয়ে দেয়, খুব বদনাম ও গীবত ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। অনুরূপ যে আত্মীয় তাদের এখানে কোনো অনুষ্ঠানে শরীক না হয়ে থাকে তাহলে সে তার কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়াই বন্ধ করে দেয়, আর এতে করে

অনেক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। অথচ কেউ আমাদের দাওয়াতে উপস্থিত না হলে তার ব্যাপারে ভাল ধারণা করার কয়েকটি দিক থাকতে পারে। যেমন: মনে করতে পারেন, সে হয়ত অসুস্থ হয়ে গেছে, ভুলে গেছে, জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছে, কোনো কঠিন বাধ্যবাধকতায় পড়েছে যা তিনি বলতে পারছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। সে তার অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক আমাদের উচিৎ, তার প্রতি ভাল ধারণা রেখে সাওয়াব অর্জন করা, আর জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকা। যেমন; **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسۡنُ الظَّنِّ مِنۡ حُسۡنِ الۡعِبَادَةِ অর্থাৎ “ভাল ধারণা একটি উত্তম ইবাদত।” (আবু দাঊদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত হাদীসে পাকের কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: মুসলমানদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা, তাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ না করা এগুলোও উত্তম ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)

জান্নাতের প্রাসাদ তারই মিলবে, যে ব্যক্তি ....

যদি মেনে নেওয়া যায়, আমাদের আত্মীয়-স্বজন অলসতার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে জেনে-বুঝে আমাদের এখানে আসলোনা, আমাদেরকে তাদের কাছে দাওয়াত দিলোনা, বরং সে প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মন্দ আচরণ করেছে, তা সত্ত্বেও উদারতার সাথে তার সাথে সদ্ভাব রাখা দরকার। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এই পছন্দ করে যে, তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ তৈরি করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক তবে তার উচিত, যে ব্যক্তি তার উপর অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে তাকে বঞ্চিত করে সে তাকে দান করা। যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।” **(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৩য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২১৫)**

শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে সদকা দেওয়া সর্বোত্তম কাজ

কেউ আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করুক বা না করুক আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখা

উচিত। মুসনাদে ইমাম আহমদের হাদীস শরীফে রয়েছে: “اِنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِىْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ অর্থাৎ ‘নিশ্চয় উত্তম সদকা হলো তা-ই, যা শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া হয়ে থাকে।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫৮৯)

আত্মীয়-স্বজন হতে যখন মারাত্মক কষ্ট পেয়ে থাকে

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُকে তাঁর খালাত ভাই অভাবী, মুহাজির, বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (যাঁর ব্যয় তিনি নির্বাহ করতেন) খুবই দুঃখ দিলেন। তা হলো, তিনি আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর উপর অপবাদ লেপনকারীদের পক্ষে ছিলেন (তা সুদীর্ঘ এক ঘটনা যাকে ‘ইফকে আয়েশা’ বলা হয়ে থাকে। এর উল্লেখ সামনে আসছে)। এতে তিনি তাঁকে খরচ না দেবার কসম করে ফেললেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮ পারার সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটি শুনুন:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوْا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তারা যেন শপথ না করে যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান, আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং **আল্লাহ**র রাস্তায় হিজরতকারীদের প্রদান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি একথা পছন্দ কর না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল দয়ালু।

আয়াতটি যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি অবশ্যই বাসনা রাখি যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিক, আর আমি মিস্তাহের সাথে যে আচরণ করতাম, তা কখনও বন্ধ করে দেব না। অতএব, তিনি তাঁর জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত পুনরায় খুলে দিলেন। আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেলো, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ

করার পরে যখন জানতে পারে যে, এতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তাহলে তার উচিত সে কাজটি করা এবং কসমের কাফ্ফারা দেওয়া সহীহ হাদীসে এমনই উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও বলেন: হযরত এ আয়াত দ্বারা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মহত্ব প্রমাণিত হলো। এর মাধ্যমে তাঁর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে (কুরআনের আয়াতে) 'উলুল ফযল' মর্যাদাবান বলে ইরশাদ করেছেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বয়াঁ হো কিস জবাঁ ছে মর্তবা সিদ্দীকে আকবর কা
হে ইয়ারে গার মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা।
মকামে খাবে রাহাত চেয়ন ছে আরাম করনে কো
বনা পেহলুয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কসম ও কসমের কাফ্ফারার বর্ণনা (হানাফী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘটনাটিতে কসমের এবং তাফসীরে কসমের কাফ্ফারার আলোচনা রয়েছে। বর্তমানে যেহেতু অধিকাংশ লোকদের মাঝে কথায় কথায় কসম করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, বার বার মিথ্যা কসমও করতে দেখা যায়, তাওবা করারও কোন নাম নেই, কাফফারা দেওয়ার অনুভূতিও নেই, তাই উম্মতের মঙ্গল কামনার মাধ্যমে সাওয়াব লাভের আশায় **নেকীর দাওয়াত** স্বরূপ সামান্য ব্যাখ্যাসহ কসম ও এর কাফফারা সম্পর্কে মাদানী ফুল পেশ করছি। আশা করি, আপনারা তা গ্রহণ করে নিবেন। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করাতে কিংবা কতিপয় ইসলামী ভাই বসে দরস দেওয়াতে কেবল উপকারই হবে না, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সর্বাধিক উপকার হিসাবেই সাব্যস্ত হবে।

কসমের সংজ্ঞা

কসমকে আরবি ভাষায় 'ইয়ামীন' বলা হয়। যেটার অর্থ হলো; ডান দিক। যেহেতু আরব বাসীরা কসম করা ও

গ্রহণ কালে সাধারণতঃ পরস্পর ডান হাত মিলাতো, তাই কসমকে ইয়ামীন বলা হয়ে থাকে। يَمِين শব্দটি আবার ‘يُمْن’ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো বরকত ও শক্তি। কসমে যেহেতু **আল্লাহ পাকের** বরকতপূর্ণ নামও ব্যবহার করা হয়, এবং তা দ্বারা নিজের উক্তিতে শক্তি প্রদান করা হয়, তাই তাকে ইয়ামীন বলা হয়। অর্থাৎ বরকত ও শক্তিশালী উক্তি বা কথা। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা) শরীয়াতের পরিভাষায় সেই চুক্তিকেই কসম বলা হয়, যার মাধ্যমে শপথকারী কোন কাজ করা বা না করা সম্বন্ধে কঠিন ও পাকা ইচ্ছা প্রকাশ করে। (দুররে মুখতার, ৫ খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা) উদাহরণ স্বরূপ, কেউ বলল: ‘**আল্লাহর কসম**, আমি আগামী কাল তোমার সব দেনা পরিশোধ করে দিব’ -তাহলে এটি কসম।

কসম তিন প্রকার

কসম তিন প্রকার। যেমন; **১. লাগ্‌ভ, ২. গুমুস্** ও **৩. মুন্‌আক্বিদ**।

১. লাগ্‌ভ হলো: অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে নিজের ধারণার (অর্থাৎ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে) শুদ্ধ মনে

করে কসম করা, অথচ সেই কথা বাস্তবতার বিপরীত। যেমনঃ কোন ব্যক্তি কসম করল, '**আল্লাহ পাকের কসম**, যায়েদ ঘরে নেই।' তার জানা মতে যায়েদ ঘরে বিদ্যমান নেই। সে কিন্তু নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য কসমই করেছে। বাস্তবে কিন্তু যায়েদ ঘরে ছিল। তাহলে এই কসমটিকে লাগ্‌ভ বলা হবে। এ ধরনের কসম ক্ষমাযোগ্য। এই কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

২. **গুমুস হলোঃ** অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম করা। যেমন, কেউ কসম করলঃ '**আল্লাহ পাকের কসম**, যায়েদ ঘরে আছে।' অথচ সে জানে যে, বাস্তবে যায়েদ ঘরে নেই। এরূপ কসম গুমুস নামে অভিহিত আর শপথকারী মারাত্মক গুনাহ্‌গার হলো। তার উপর ইস্তেগফার ও তাওবা করা ফরজ। কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

৩. **মুনআক্বিদ হলোঃ** ভবিষ্যতের জন্য কসম করা। যেমন, কেউ কসম করল, '**আল্লাহ পাকের কসম**, আমি আগামীকাল অবশ্যই তোমাদের ঘরে আসব।' কিন্তু সেদিন সে এলো না। তাহলে সে কসম ভঙ্গ করল। তাকে কাফ্‌ফারা

দিতে হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে গুনাহ্গারও সাব্যস্ত হবে। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)**

মোটকথা হলো: শপথকারী যদি অতীত কিংবা বর্তমান কালের কোন বিষয়ে কসম করে, তাহলে হয়ত সেই কসম সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে। সত্য হলে কোন অসুবিধা নেই। মিথ্যা হয়ে থাকলে, সে যদি তা সত্য জেনে করে থাকে, তাতেও কোন অসুবিধা নাই। অর্থাৎ গুনাহ্ও নেই, কাফ্ফারাও নেই। অবশ্য সে যদি আগে থেকেই জানত যে, সে মিথ্যা কসমই করছে, তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না। আর যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করার বা না করার শপথ করল তবে সে যদি কসম পূর্ণ করে দেয়, তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে কসম ভঙ্গ করার কারণে গুনাহ্গারও হবে। (এই বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে)।

মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ**র সাথে শির্ক করা,

www.dawateislami.net

পিতা-মাতার নাফরমানি করা কাউকে হত্যা করা আর মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্।” (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৭০)

সর্বপ্রথম শয়তান মিথ্যা শপথ করেছিল

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام কে সিজদা না করার কারণেই শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তাই সে তাঁর (আদমের) ক্ষতি সাধন করার সুযোগ খুঁজছিল। হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيۡهِ السَّلَام ও হাওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: ‘তোমরা উভয়ে জান্নাতে অবস্থান করো। যা যা ইচ্ছা হয় আনন্দ ভরে খাও। কিন্তু ওই বৃক্ষটির দিকে গমন করবে না। শয়তান কোনভাবে আদম عَلَيۡهِ السَّلَام ও হাওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَاএর নিকট এসে বলল: ‘আমি কি আপনাদেরকে ‘শজরে খুলদ’টি (চিরজীবি হতে পারার বৃক্ষটি) দেখিয়ে দিব?’ হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيۡهِ السَّلَام নিষেধ করে দিলেন। এবার শয়তান কসম করল: ‘আমি আপনাদের হিতাকাঙ্খী!’ তারা (আদম عَلَيۡهِ السَّلَام ও হাওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا) মনে করলেন: **আল্লাহ পাকের** নামে মিথ্যা কসম কে করতে পারে। এই ভেবে হযরত সায়্যিদাতুনা

হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তা হতে সামান্য খেলেন। অতঃপর হযরত আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَیۡہِ السَّلَام কে খেতে দিলেন। তিনিও খেয়ে নিলেন। (তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) যেমন: ৮ম পারার সূরা আরাফের ২০ থেকে ২১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَسۡوَسَ لَہُمَا الشَّیۡطٰنُ لِیُبۡدِیَ لَہُمَا مَاوٗرِیَ عَنۡہُمَا مِنۡ سَوۡاٰتِہِمَا وَ قَالَ مَا نَہٰکُمَا رَبُّکُمَا عَنۡ ہٰذِہِ الشَّجَرَۃِ اِلَّاۤ اَنۡ تَکُوۡنَا مَلَکَیۡنِ اَوۡ تَکُوۡنَا مِنَ الۡخٰلِدِیۡنَ ﴿۲۰﴾ وَ قَاسَمَہُمَاۤ اِنِّیۡ لَکُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیۡنَ ﴿ۙ۲۱﴾

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> (২০) অতঃপর শয়তান তাদের মনে এই আশংকা সঞ্চয় করলো যে, তাদের সম্মুখে অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো, যা তাদের থেকে গোপন ছিল এবং বলল, তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরজীবি হয়ে যাবে। (২১) আর তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, ‘আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্খী।

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: অর্থ এই যে, ইবলিস শয়তান মিথ্যা কসম করে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে ধোঁকা দিয়েছিল, আর সর্বপ্রথম মিথ্যা কসমকারী ছিল ইবলিসই। হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ধারণাতেও ছিল না যে, **আল্লাহ পাকের** নাম নিয়ে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে। তাই তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

কারো হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথকারী জাহান্নামী

রাসুলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কসম করে কারো হক বিনষ্ট করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন। আরজ করা হলো: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা যদি নগণ্য বা স্বল্প জিনিসই হয়ে থাকে? ইরশাদ করলেন: যদিও পীলূর একটি ডালও হয়ে থাকে।” (মুসলিম, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৮) পীলূ এক জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। এর ডাল ও শেঁকড় দিয়ে মিস্ওয়াক বানানো হয়।

মিথ্যা কসমকারী কিয়ামতের দিন হাত-পা কাটা অবস্থায় হবে

এক হাজরামী (ইয়ামেনের হাজরামওত নগরের বাসিন্দা) আর এক কিন্দী (কিন্দা সম্প্রদায়ের লোক) **নবী করীম হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইয়ামেনের এক খন্ড জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে হাজির হলো। হাজরামী লোকটি বলল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার জমিটি এর পিতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এখন তা এই ব্যক্তিটির হাতে রয়েছে। এটা শুনে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? সে বলল: নেই। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কসম নিব, সে **আল্লাহ পাকের** নামে কসম করে বলুক যে, যে জমিটি তার পিতা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তা যে আমার সে বিষয়ে সে জানে না। কিন্দী লোকটি কসম করার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কারও সম্পদ দখল করবে, সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাত-পা কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। এই বাণীটি শুনে কিন্দীটি বলে দিলো: জমিটি তারই (হাজরামীরই)।" **(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪৪)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেন: سُبۡحٰنَ الله! এই প্রভাব সেই পবিত্র ফয়েজসমৃদ্ধ জবানের। মাত্র দুইটি কথায় কিন্দী লোকটির মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, আর সত্য কথা বলে দিয়ে জমি সম্পর্কে দাবি প্রত্যাহার করল। **(মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, হাদীস: ৪০৩)**

সাতটি জমির মালা

ঘুষের মাধ্যমে অন্যের জায়গায় অবৈধ দখল করে ঘর-বাড়ি নির্মাণকারী লোকেরা, অন্যের পক্ষ হতে ঠিকায় প্রাপ্ত ফসলী জমি-জমা হস্তক্ষেপকারী কৃষকেরা এবং খেয়ানতকারী জমিদারেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেয়। যাদের যাদের হক বিনষ্ট করেছে বা দখল করেছে সেগুলো যেন শীঘ্র ফিরিয়ে দেয়। কারণ, মুসলিম শরীফে **মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জমিও অবৈধ পন্থায় ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত জমির মালা পরিয়ে দেওয়া হবে।" **(সহিহ মুসলিম, ৮৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১০)**

জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে ঘেরাও করবেন না

কেউ কেউ সাধারণ গমনাগমনের রাস্তা-ঘাট শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত ঘেরাও করে থাকে। যা লোকজনের ভোগান্তির কারণ হয়। এর কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন: ১. ঈদুল আযহার দিনগুলোকে কোরবানীর পশু বিক্রি করার জন্য, ভাড়ায় রাখার জন্য, কিংবা জবাই করার জন্য কোথাও কোথাও অযথা পুরো রাস্তাই ব্যবহার করে। ২. লোকজনের কষ্ট হয় এমন পর্যায়ে রাস্তায় ময়লা ইত্যাদি ফেলে। ভবন নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অযথা ইট, বালি, কংকর ইত্যাদি স্তুপ করে রাখে। এমনিভাবে নির্মাণ কাজ শেষে বেঁচে যাওয়া সামগ্রী মাসের পর মাস সেখানে ফেলে রাখা হয়। ৩. বিয়ে-শাদীতে, ভোজের আয়োজনে, কিংবা যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, নিয়ায ও ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রাস্তায় ডেক পাকানো হয়ে থাকে। এত করে কখনো কখনো মাটি গর্ত হয়ে যায়। পরে তাতে কাদা ও দুর্গন্ধময় পানি জমে মশা-মাছি ইত্যাদি জন্মায়। আর রোগ ছড়ায়। ৪. সাধারণের গমানাগমনের রাস্তাগুলো খনন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন শেষ

www.dawateislami.net

হওয়ার পর ভরে দিয়ে সমতল করে দেওয়া হয় না। ৫. বসবাসের জন্য কিংবা ব্যবসার জন্য অবৈধ হস্তক্ষেপে জায়গা দখল করে নেয়। এতে করে লোকজনের রাস্তা ছোট হয়ে যায়। তাদের জন্য চিন্তার বিষয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল’** নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৮১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবীরা গুনাহ্ নম্বর ২১৫-তে এই কর্মকান্ডকে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: সাধারণ মানুষের গমনাগমনের রাস্তায় শরীয়াত-বিরুদ্ধ ভাবে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা কিংবা এমনভাবে দখল করে রাখা বা ব্যবস্থা নেওয়া যাতে লোকজনের অসুবিধা হয়, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এতে করে লোকজনের ক্ষতি, ভোগান্তি এবং দুর্ভোগ দেয়া হয়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিলো, কিয়ামতের দিন সাত জমি হতে ততটুকু অংশ মালা বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।”

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৯৮)

মিথ্যা কসম ঘরকে ধ্বংস করে দেয়

মিথ্যা কসমের ক্ষতিসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে আমার আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: মিথ্যা কসম ঘরকে ধ্বংস করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা) অন্য এক জায়গায় লিখেন: মিথ্যা শপথ আগের কথার উপর জেনে শুনে (অর্থাৎ জেনে শুনে শপথকারীর উপর যদিও) এর কোন কাফ্‌ফারা নেই। (কিন্তু) তার শাস্তি হলো, জাহান্নামের ফুটন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩ তম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! যে **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, যাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই, এমনকি অন্তরের ভাবগুলোও যিনি ভালভাবে জানেন, যিনি রহমান, যিনি রহীম, যিনি কাহ্‌হার, যিনি জাব্বার সেই বিশ্ব-প্রতিপালকের নাম নিয়ে মিথ্যা কসম করা কত বড় মুর্খতা হতে পারে! তাও আবার দুনিয়াবী কোনো সাময়িক সুখ-ভোগ ও তুচ্ছ উপকার প্রাপ্তির জন্যই।

ইহুদীরা রাসূলের শান গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করতো

ইহুদী ধর্ম যাজক ও তাদের নেতা আবু রাফে, কিনানা বিন আবিল হুকাইক, কাআব বিন আশরাফ, হুবাই বিন আখতাব প্রমূখ আল্লাহ পাকের সেসব প্রতিশ্রুতিগুলো গোপন করে ফেলেছিল, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে তাওরাত শরীফে নেওয়া হয়েছিল। এভাবে যে, তারা সেগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং তদস্থলে নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের হাতে অন্য কিছু লিখে দিয়েছিল, আর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে বলত, এসব **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ সব তারা তাদের দলের মুর্খদের পক্ষ হতে ঘুষ ও সম্পদ উপার্জনের জন্যই করেছিল তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে মোবারাকাটি নাযিল হয়:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓىٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমের বিপরীতে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের জন্য কোনই অংশ নেই

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۷﴾

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৭৭)

এবং **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিনে না তাদের সাথে কথা বলবেন, না দৃষ্টিপাত করবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(তাফসীরে খাযেন, ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

নীল চক্ষুবিশিষ্ট মুনাফিক

আবদুল্লাহ বিন নব্তল্ (নামের এক) মুনাফিক (ছিলো), যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকতো, আর এখানকার সব কথা ইহুদীদের কাছে পাচার করত। একদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক্ষুণি একজন লোক আসবে, যার অন্তর খুবই পাষাণ। সে দেখে শয়তানের চোখে। কিছুক্ষণ পর আব্দুল্লাহ্ বিন নব্তল্ এলো। তার চোখগুলো ছিল নীল।" **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বললেন: "তুমি আর তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও কেন?" তখন সে কসম খেয়ে বলল: সে এরূপ করে না। সে তার সাথীদের নিয়ে

এলো। তারাও কসম করল: 'আমরা আপনাকে গালি দেইনি।' এই ঘটনায় নিচের আয়াতটি নাযিল হয়:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে যাদের উপর **আল্লাহ**র গজব রয়েছে? তারা না তোমাদের মধ্য থেকে, না তাদের মধ্য থেকে। তারা বুঝে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।"

(খাযায়িনুল ইরফান)

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে

বর্ণিত রয়েছে: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আনা হবে। **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। সে আবেদন করবে: **হে আল্লাহ পাক!** আমাকে কী কারণে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ইরশাদ হবে: তোমাকে এ কারণেই জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে যে, তুমি নামায পড়তে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আর আমার নামে মিথ্যা কসম করতে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)**

মিথ্যা শপথকারী ব্যবসায়ীর জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি এমন যে, **আল্লাহ পাক** তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করবেন না, তাদের পবিত্রতা দান করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন: **আল্লাহর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথাগুলো তিনবার করে ইরশাদ করেন। এরপর আমি আরজ করলাম: তারা তো (তাহলে) ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। তারা কারা? তিনি ইরশাদ করলেন: ১. যে ব্যক্তি লুঙ্গী দম্ভ ও অহংকার সহকারে ঝুলিয়ে পরে, ২. যে ব্যক্তি উপকার করে খোঁটা দেয় আর ৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। (সহীহ মুসলিম, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭১ (১০৬))

মিথ্যা কসমের কারণে বরকত উঠে যায়

উক্ত বর্ণনা থেকে বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সামগ্রী

বিক্রি করেন, পন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে খারাপ ও নষ্ট পণ্য চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে, তাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যে, **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু বরকত উঠে যায়।” **(কানযুল উম্মাল, ১৬ খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬৩৭৬)**

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: “কসম পণ্য বিক্রয় করিয়ে দেয়, আর বরকত উঠিয়ে দেয়।”

(বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮৭)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: বরকত উঠে যাওয়া মানে আগামীতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেওয়া। অর্থাৎ আপনি যদি মিথ্যা কসম খেয়ে প্রতারণামূলক অন্যকে ত্রুটিপূর্ণ কোন পণ্য বিক্রি করে থাকেন, সে হয়ত একবারেই প্রতারিত হবে, দ্বিতীয়বার কিন্তু আর আসবে না। কাউকে আসতেও দিবে না অথবা যে টাকাটা আপনি তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন তাতে বরকত হবে না। কারণ, হারাম উপার্জনে বরকত নেই। **(মিরাতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)**

শুয়োরের মত লাশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'কাফন চোর'** নামক পুস্তিকায় উল্লেখ রয়েছে: কোন সময় খলিফা আবদুল মলিকের কাছে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় এক কাফন চোর এসে বলল: জাহাঁপনা! আমি একজন অত্যন্ত গুনাহ্গার ব্যক্তি। আমি জানতে চাই যে, আমার গুনাহ্ মাফ হওয়ার কোন রাস্তা আছে কি? খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি আসমান-জমিন থেকেও বড়? সে বলল: বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি লওহ ও কলম থেকেও বড়? সে বলল: বড়। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার গুনাহ কি আরশ ও কুরছি থেকেও বড়? জবাব দিল: বড়। খলিফা এবার বললেন: ভাই! তোমার গুনাহ তো **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে অবশ্যই বড় হবে না? এ কথা শোনার সাথে সাথে লোকটির হৃদয়ের পূঞ্জীভূত বাধভাঙ্গা জোয়ার চোখের পানি হয়ে অনর্গল ধারায় ঝরতে আরম্ভ করল। সে অঝোর নয়নে কান্না করতে লাগলো, খলিফা বললেন: এবার একটু জানতে পারি কি তোমার গুনাহ্টি কী? প্রশ্নের জবাবে সে বলল:

হুজুর! আপনাকে বলতে আমার বড় লজ্জাবোধ হচ্ছে। তবু বলছি, এতে করে হয়ত আমার তাওবা করার কোন একটা বিহিত হয়ে যাবে। এই বলে সে তার অবাক করা ঘটনা বলতে আরম্ভ করল। বলল: জাহাঁপনা! আমি হচ্ছি একজন কাফন চোর। আজ রাত আমি পাঁচটি কবর হতে শিক্ষা অর্জন করেছি। অতঃপর লোকটি পাঁচটি কবরের শিক্ষামূলক অবস্থার কথা বর্ণনা করল। একটি কবরের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সে জানাল, কাফন চুরি করার উদ্দেশ্যে আমি যেই কবরটি খনন করলাম, দেখতে পেলাম হৃদয়-বিদারক এক দৃশ্য। দেখলাম, মৃত ব্যক্তির চেহারাটি শুয়োরের মুখের মতো হয়ে গেছে। আর সে ছিল গলায় শিকলবদ্ধ। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, এ মিথ্যা কসম করত আর হারাম উপায়ে উপার্জন করত। **(তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ৬১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদীসে কুদসী

“আল্লাহ্ পাক আত্মীয়তার সম্পর্ককে ইরশাদ করলেন: যে তোমাকে জুড়বে আমিও তাকে জুড়বো, যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে ছিন্ন করব।”

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৮ , হাদীস: ৫৯৮৮)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net